দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষার সেটকোড

ঢাকা ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় 'সেটকোড' সংক্রান্ত ভুলের জন্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর পাওয়া গেছে। এদের নাকি পাস করার কথা ছিল, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের সামান্য ভুলের কারণে কম্পিউটার তাদের ফেল সাব্যস্ত করেছে।

পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল নির্ণয়ে কম্পিউটার কখনও ভুল করে না। তাকে যা বলা হয় তা নির্ভুলভাবেই করে। অতএব কম্পিউটারকে কোনভাবেই এ ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। ভুলের উৎস উত্তরপত্রের সেটকোড। এই কোড না থাকলে কম্পিউটার নাচার। গত বছরও কোড সংক্রান্ত ভুলের কারণে অনেকের ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের আগে থেকেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, এবার শোধরানোর সুযোগ দেয়া হবে না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন, সেটকোড বসানোর বিষয়টি পরীক্ষার অংশ। এ ব্যাপারে ভুলের মাসুল ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা দাবি করছেন যে, পরীক্ষার্থীরা বয়সে তরুণ এবং তারা পরীক্ষার সময় চাপের মুখে থাকে। কোন একটি উত্তরপত্রে সেটকোড বসাতে ভুলে যাওয়া 'অস্বাভাবিক' নয়। এই দাবি যুক্তিগ্রাহ্য হবে কিনা সন্দেহ, কেননা পরীক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে আরেকটি পক্ষ আছে, তারা হলেন পরীক্ষা হলের পরিদর্শক। তারা উত্তরপত্রে সই করেন এবং তাদের অন্যতম দায়িত্ব সবকিছু মিলিয়ে দেখা। পরীক্ষার্থীরা সেটকোড বসায়নি, পরিদর্শকরা ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারেননি। প্রশ্ন হচ্ছে, সেটকোড না বসানোর মসুল শুধু ছাত্রছাত্রীরা দেবে কেন?

এ দেশে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে মাত্র। দেশে কম্পিউটারের প্রচলন একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ক'জন কম্পিউটার স্বচক্ষে দেখেছে তা হাতে গোনা যায়। অতএব তার রীতিনীতি সম্পর্কে তাদের সচেতনতা নেই বললেই চলে। ফলে একটুখানি ভুল কত বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। সবদিক বিবেচনা করে কোন ধরনের দন্ডের বিনিময়ে সেটকোড সংক্রান্ত ভুল শোধরানোর সুযোগ দিলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভাগ্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যও আমরা পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষায় তারা অবদান রাখতে পারেননি।